গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ অধিশাখা
**www.moedu.gov.bd**

নং-৩৭.০০.০০০০.০৮৩.৯৯.০২০.১৬- ৩০০

তারিখ : ০৭ আষাঢ় ১৪২৪ / ২১ জুন ২০১৭

## প্রজ্ঞাপন

যেহেতু জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম বিগত ১১ জুন ২০১৫ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলায় যোগদান করে কর্তৃপক্ষকে অবগত না করে ১৯ জুন ২০১৫ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। চাকুরিতে যোগদানের পরে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ১৯ জুন ২০১৫ তারিখে দেশ ত্যাগ করেন এবং ১৪ জুন ২০১৬ তারিখে দেশে ফিরেন এবং ২০ জুন ২০১৬ তারিখে কাজে যোগদান করে ভূতাপেক্ষভাবে ১ (এক) বছরের জন্য বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন। সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি)(সি) মোতাবেক অসদাচরণ এবং ডিজারশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে তার জবাব পর্যালোচনাপূর্বক অভিযোগের বিষয়ে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৭ (২)(সি) বিধি অনুযায়ী উপ-সচিব জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় । তদন্তে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং 'ডিজারশন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

যেহেতু, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকারি চাকুরিতে যোগদানের পূর্বেই নেদারল্যান্ডসে Netherlands Fellowship Programme এর আওতায় UNESCO-IHE তে MSc in Water Science and Engineering প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত ছিলেন। সরকারি চাকুরির বিধি-বিধান সম্পর্কে তার কোন ধারণা না থাকায় উক্ত প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার জন্যই যোগদান করার পর পরই কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নেদারল্যান্ডসে গমন করেন। উক্ত প্রোগ্রামও তিনি সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। অভিযুক্ত জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম একজন নবীন কর্মকর্তা। তিনি নিজেই তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ স্বীকার করেছেন এবং অজ্ঞতাবশত: অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। ইতোমধ্যে তার সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জেলার সহকারী প্রকৌশলী (পুর) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম -এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ -এর ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার (censure)' দন্ড প্রদানসহ তার অননুমোদিত অনুপস্থিত কাল (১৯ জুন ২০১৫ তারিখ হতে ১৯ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, সহকারী প্রকৌশলী (পুর) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম -এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যলোচনা করে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ -এর ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার (censure)' দন্ড প্রদান করা হলো এবং তার অননুমোদিত অনুপস্থিত কাল (১৯ জুন ২০১৫ তারিখ হতে ১৯ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব

নং-৩৭.০০.০০০০.০৮৩.৯৯.০২০.১৬- ৩০০(৯)

তারিখ : ০৭ আষাঢ় ১৪২৪ / ২১ জুন ২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২) উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম্স ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।
৭) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮) জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।
৯) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (পুর), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।

(মোঃ জহিরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (উন্নয়ন-৩)